৬. ঈশ্বর কেমন?

ঈশ্বর বাইবেলের মধ্য দিয়ে আমাদের জনান তিনি কে এবং তিনি কেমন। মানুষ ও তার সৃষ্ট সবকিছুর সাথে ঈশ্বরের আচরন এবং তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তার স্বভাব/আচরন আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। কোন কোন সময়ে সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির সাথে তার বন্ধুত্বের মাধ্যমে তিনি তার নিজের সম্পর্কে এবং আমাদের কাছে তার কি আশা সে বিষয়ে বলেছেন।

মূল পাঠঃ যোনা ৪

প্রথমবার ঈশ্বরের কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করার পর, ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে যোনা নিনবী (আসিরিয়া সম্রাজ্যের রাজধানী) শহরে যায়। সেখানে গিয়ে সে তাদেরকে তাদের সামনে আগত ধ্বংসের বিষয়ে সতর্ক করে। যোনা যেমন আশঙ্কা করেছিল ঠিক তেমন নিনবীর সমস্ত লোক তাদের মন্দ পথ থেকে মন পরিবর্তন করে, আর তাই ঈশ্বর তাদের প্রতি সদয় হয়ে তাদের ক্ষমা করেন। তবে এতে যোনা অত্যন্ত রাগান্বীত হয়। তাকে শেখাবার জন্য ঈশ্বর একটি কীটকে ব্যবহার করে একটা গাছ ধ্বংস করেন, যার ছায়ার নিচে যোনা আশ্রয় নিয়েছিল। এই গাছটার জন্য যোনা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয় যদিও গাছটি জন্মানোর জন্য সে কিছুই করেনি। তাহলে ঈশ্বর তার সৃষ্ট ১,২০,০০০ জন লোকের জন্য কি আরো অনেক বেশি মমতাবান হবেন না?

১. আসিরিয়া সম্রাজ্যটি ছিল আগ্রাসী এবং বর্বর। তথাপি ঈশ্বর তাদেরকে সতর্ক করার জন্য যোনাকে নিনবীতে পাঠান। ঈশ্বরের আচরন সম্পর্কে এই ঘটনা আমাদেরকে কি শেখায়?
২. ঈশ্বর বলেছিলেন যে, ৪০ দিনের মধ্যে নিনবী ধ্বংস হবে, তবুও লোকেরা মন পরিবর্তন করার পরে এটি আর ধ্বংস করা হল না। ভবিষ্যতের বিষয়ে ঈশ্বর যখন আমাদের সাবধান করেন বা হুসিয়ারী প্রদান করছেন এই ঘটনা থেকে সেই সময় সম্পর্কে আমরা কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি?
৩. ঈশ্বর নিনবীর লোকদের ক্ষমা করেছিলেন ফলে যোনা কেন রাগান্বিত হয়েছিল?
৪. সেই গাছটির জন্য রাগ হওয়ার কোন অধিকার কি যোনার ছিল?
৫. প্রায় ৬০ বছর পরে আসিরিয়া ইস্রায়েলের উত্তর দিকের সম্রাজ্য (যোনা যেখান থেকে এসেছিল) চরম বর্বরতার সাথে ধ্বংস করে। নিনবীর ধ্বংস চাওয়াটা কি যোনার জন্য ঠিক ছিল?
৬. এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যোনা কি শিক্ষা পেয়েছিল বলে আপনি মনে করেন?

ঈশ্বর তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত

ঈশ্বর কেমন তা বাইবেল ছাড়া আমরা কিভাবে জানতে পারি? কেবল সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দেখুন। আকাশের তারার উৎকর্ষতা আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জটিল দেহকোষের পুঙ্খানুপুঙ্খ সৃষ্টি দেখবার পর আর কি বাকি থাকে যা এর চেয়ে পরিষ্কার ভাবে ঈশ্বরের জীবন্ত ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে? এমনকি বাইবেল থেকে দেখবার অনেক আগেই আমরা ঈশ্বর যা তৈরি করেছেন তার থেকে ঈশ্বরের স্বভাব ও তার বৈশিষ্ট সম্পর্কে জানতে পরি। তবে বাইবেল আমাদেরকে আরো বেশি স্পষ্ট বর্ননা সহকারে ঈশ্বরের সম্পর্কে জনায়, যা আমদের পক্ষে তার সৃষ্টি কর্ম থেকেও জানা সম্ভব না।

ঈশ্বরের স্বভাব

সমস্ত বাইবেল জুড়েই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঈশ্বর তার আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, ঠিক যেমন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমরাও আমাদের আলাদা আলাদা আচরণ প্রকাশ করি। কখনো তিনি তার ক্ষমতা দেখিয়েছেন, কখনো বা দেখিয়েছেন তার মমতা। নোহর সময়ে বন্যার মধ্য তিনি দেখিয়েছেন তার শাস্তি, তার ছেলেকে পঠিয়ে তিনি দেখিয়েছেন তার ভালবাসা। ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে মানুষের সঙ্গে তার আচরন প্রকাশের মাধ্যমে নিজেকে বর্ণনা করেছেন, আর তার একমাত্র কারন হল তিনি আমাদের ভালবাসেন এবং চান যেন আমরাও তাকে ভালবাসতে পরি।

ঈশ্বরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট

ঈশ্বরের সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভবত যাত্রাপুস্তক ৩৪ থেকে পাওয়া যায়, যখন মোশি ঈশ্বরকে দেখতে চায়। ঈশ্বর মোশিকে বলে যে কোন মানুষের পক্ষে ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখবার পর বেচে থাকা সম্ভব না। তবে ঈশ্বর নিজেকে খুব সাধারণ এবং পরিষ্কার ভাবে মোশির কাছে বর্ণনা করেন। ঈশ্বর মোশির কাছে নিজেকে প্রাকাশ করতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি নিচের সকল বৈশিষ্টগুলোর অধিকারী:

মমতায় পূর্ণ (৬ পদ)

মমতাময়তা পূর্ণ হওয়া মানে হল অন্যের কষ্টে দুঃখিত বা ব্যথিত হওয়া - দয়া এবং করুনা অনুভব করা। ঈশ্বর তার ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন যেন সে আমাদের পাপ এবং পাপের মধ্যে দিয়ে যে শাস্তি এ পৃথিবীতে তা দূর করতে পারে।

> ঈশ্বর মানুষকে এত বেশি ভালবাসলেন যে, তার একমাত্র পূত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেউ পূত্রের উপর বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। (যোহন ৩:১৬)।

করুনাময় (৬ পদ)

আমরা যার যোগ্য নই তা দেবার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদেরকে তার করুনা প্রদর্শন করেন। তার দয়া আর করুনার এক বড় উদহরন হল তিনি আমদের জন্য তার একমাত্র সন্তানকে (পুত্র/ছেলেকে) মারা যেতে দিয়েছেন।

> কিন্তু ঈশ্বর যে আমাদের ভালবাসেন তার প্রমান এই যে, আমরা পাপী থাকতেই খীষ্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন (রোমীয় ৫:৮)

সহজে অসন্তুষ্ট হন না (ক্রোধে ধীর - ৬ পদ)

আমাদের যা প্রাপ্য সে অনুসারে ঈশ্বর আমাদের শাস্তি দেন না। আমরা পাপ করা সত্ত্বেও তিনি আমাদের উপর ধৈর্যশীল। ঈশ্বর সম্পর্কে এটি ছিল যোনার একটি অভিযোগ - যোনা জানত যে যদি সেই লোকেরা মন পরিবর্তনের ইচ্ছা পোষন করে তাহলে ঈশ্বর তাদের ওপর ধৈর্য ধারণ করে তাদের ক্ষমা করবেন। (যোনা ৪:২).

ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততায় পূর্ন (৬পদ)

৪,০০০ বছর আগে অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞাও ঈশ্বর ভূলে যাননি। আজও আমরা সেই প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারী হতে পারি। এটি হল প্রকৃত বিশস্ততা - উপচে পড়া বিশস্ততা। ঈশ্বর আমাদের জন্য তার মহান এবং অপরিবর্তনীয় ভালবাসাও প্রদর্শন করেন। সমস্ত ইতিহাস জুড়ে তিনি ইস্রায়েলীদের সাথে তার কাজ করে চলেছেন এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করার চেষ্টা করেছেন।

ক্ষমাশীল (৭ পদ)

পৌলের সাথে ঈশ্বর যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা থেকেই ঈশ্বরের যে কত বেশি ক্ষমা করতে পারেন তা পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠে। পৌল ছিলেন এমন একজন যে প্রথম শতাব্দীর বিশ্বাসীদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ভিষনভাবে চেষ্টা চালান (১ তিমথী ১:১২-১৬)। ঈশ্বের পৌলকে ক্ষমা করেন। তিনি আমাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করতে পারেন যদি আমরা মন পরিবর্তন করি এবং অন্যদের ক্ষমা করি।

অপরাধীদের শাস্তিদানকারী (৭পদ)

অননীয় এবং সাফীরা যদিও বিশ্বাসী ছিল কিন্তু তারা নিজেদেরকে অনেক বেশি বড় কারে অন্যদের কাছে হাজির করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা ভূলে গিয়েছিল যে ঈশ্বরকে বোকা বানানো অসম্ভব (প্রেরিত ৫:১-১১)। তারা তাদের কিছু সম্পত্তি বিক্রি করে এবং তা বিক্রি করে তারা কত পেয়েছিল সে বিষয়ে তারা মিথ্যা বলে, তারা দেখাতে চেয়েছিল যে ঈশ্বরের জন্য তারা সবকিছু দিয়ে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু ঈশ্বর তাদের অন্তরের সত্য জানতেন। অননীয় এবং সাফীর মারা গিয়েছিল কারন ঈশ্বর অপরাধীদের শাস্তি দেন। আমরা যদি মন পরিবর্তন না করি তাহলে আমরাও অপরাধী এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে শাস্তি ছাড়া আমাদের আর কোন আশা নেই (ইব্রীয় ১০:২৬-২৭)।

তবে একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা একান্তই প্রয়োজন, যে ঈশ্বরের এই বৈশিষ্টটি আমরা কখনোই অনুকরন করতে পরি না। আমরা অবশ্যই তার সিদ্ধান্ত এবং ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করব। ঈশ্বর বলেছেন প্রতিশোধ নেওয়া কেবল তারই কাজ এবং তিনিই ফল দেবেন (রোমীয় ১২:১৯)

ঈর্ষাপরায়ন (১৪ পদ)

ঈশ্বর উদাসীন বা অনাগ্রহী উপাসনা গ্রহন করেন না। ঈশ্বর আর এই পৃথিবীর সাথে একই সাথে বন্ধুত্ব করা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব না। ঈশ্বর আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন এই পৃথিবীর সাথে যদি আমরা বন্ধুত্ব গড়ি তাহলে আমরা ঈশ্বরের শত্রু (যাকোব ৫:৪)। তাই আমাদের কেবল ঈশ্বরেরই উপাসনা করা উচিত। আমাদের মনে রাখতে হবে যেন আমরা টাকা-পয়সা, ক্ষমতা, সুনাব বা খ্যাতির উপাসনা না করি।

ঈশ্বরের কিছু বৈশিষ্ট বৈশিষ্ট		
বৈশিষ্ট	**পুরাতন নিয়ম**	**নতুন নিয়ম**
স্রষ্টা এবং রক্ষাকর্তা	আদিপুস্তক ১; গীতসংহিতা ১০৪:৫-৩১	প্রেরিত ১৭:২৪-২৮
পিতা	দ্বিতীয় বিবরন ৩২:৬	১ করিন্থিয় ৮:৬
পবিত্র	যাত্রাপুস্তক ১৫:১১	১ পিতর ১:১৫-১৬
প্রেমময় (ভালবাসায় পূর্ণ)	যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬	যোহন ৩:১৬
নিস্পাপ (পাপহীন)	দ্বিতীয় বিবরন ৩২:৪	যাকোব ১:১৩
আইন প্রনয়নকারী এবং বিচারকর্তা	যিশাইয় ৩২:২২	যাকোব ৪:১২; ইব্রীয় ১২:২৩
মহত্তম	যিশাইয় ৪৩:১০	১ তীমথি ২:৫
চিরন্তন	দ্বিতীয় বিবরন ৩৩:২৭; যিশইর ৪০:২৮	১ তীমথি ৬:১৫-১৬
ক্রোধ বা রাগান্বিত হন	২ বংশাবলী ২৪:২৮	রোমীয় ১:১৮
ক্ষমাশীল/ন্যায়পরায়ন	যাত্রাপুস্তক ৩৪:৭; যিশইয় ৪৩:২৫,	রোমীয় ৮:৩৩
ঈর্ষাপরায়ন (হিংসা পরায়ন)	যাত্রাপুস্তক ২০:৫	১ করিন্থিয় ১০:২১-২২,
স্বর্বজ্ঞানী	যিশাইয় ৪৪:৬-৮; ৪৬:১০	১ যোহন ৩:২০
সব যায়গায় উপস্থিত (সর্বত্র বিরাজমান)	গীতসংহিতা ১৩৯:৭-১২	প্রেরিত ১৭:২৪-২৮
প্রার্থনা শোনেন	গীতসংহিতা ৬৫:২	মথি ৬:৬
প্রতিজ্ঞা দেন এবং রক্ষাকরেন	যিহশুয় ২১:৪৫; ২৩:১৫-১৬	প্রেরিত ১৩:৩২-৩৩
সব ক্ষমতার অধিকারী	যিশাইয় ৪৪:২২-২৮; যিরমির ২৭:৫; ৩২:১৭,২৭	লূক ১:৩৭

ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা আর কি জানি?

ঈশ্বরের আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ দুটি রয়েছে যা যাত্রাপুস্তক ৩৪ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়নি। একটি হল ঈশ্বর পবিত্র এবং অপরটি হল তিনি সবকিছুর স্রষ্টা/সৃষ্টিকর্তা।

পবিত্র

পবিত্রতা হল মন্দতা থেকে আলাদা হওয়া। ঈশ্বর যেমন পবিত্র তিনি চান আমরাও যেন তার মত পবিত্র হই (১ পিতর ১:১৫-১৬)। তিনি যীশুকে পাঠিয়েছিলেন যেন আমরা এটা বুঝতে পবিত্র হওয়ার অর্থ কি আর আমাদের এই মানব জীবনে ঈশ্বরের মত হওয়ার মানে কি। যীশু তার সমস্ত জীবনে দিয়ে ঈশ্বরের স্বভাব আমাদের দেখিয়েছেন যা আমাদের জীবনেও আমাদের দেখানো উচিত।

স্রষ্টা

ঈশ্বর আজো আমাদের মধ্যে তার সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যেতে পারেন কারন তিনি নতুন জীবন, নতুন আশা, নতুন আনন্দ এবং নতুন শান্তি সৃষ্টি করেন। তিনি কাউকেই ধ্বংস হতে দিতে চান না। কিন্তু তিনি চান যেন আমরা সবাই মন পরিবর্তন করি এবং সেই নতুন জীবন খুজে পাই। (যোহন ৩:১৬)

ঈশ্বর এবং আমাদের বড় দুটি পার্থক্য হল ঈশ্বর কখনো পাপ করতে পারেন না এবং সে কখনো পরিবর্তিত হন না। তিনি বাইবেলে নিজেকে যেভাবে দেখিয়েছেন আজো তিনি ঠিক তেমনই আছেন। (মালাখি ৩:৬; যাকোব ১:১৭)।

সারসংক্ষেপ

ঈশ্বরের স্বভাব বুঝতে পারা আমাদের জন্য বেশ জটিল এবং তিনি আমাদেরকে তার স্বভাব সম্পর্কে শেখাতে চান (যোহন ১৭:৩)। তিনি তার দেখানো বিভিন্ন বৈশিষ্ট আমাদের অনুস্বরন করতে বলেছেন। যেমন তিনি:

- সহানুভূতিশীল (করুনাময়),
- দয়াময়,
- সহজে রাগ হন না (ক্রোধে ধীর),
- ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততায় পরিপুর্ন,
- এবং দুষ্টতা, বিদ্রোহ এবং পাপ ক্ষমা করেন।
- এৎধপরড়ঁং,
- ঝষড়ৃঃড় ধহমবৎ,
- অনড়ঁহফরহম রহ ষড়াব ধহফ ভধরঃযভঁষহবংং, ধহফ
- ঋড়ৎমরাবং রিপশবফহবংং, ৎবনবষষরড়হ ধহফ ংরহ.

ঈশ্বর আমাদের সতর্ক করার জন্য তার আরো কিছু স্বভাবের কথা আমাদের বলেছেন।

- তিনি অপরাধিকে উপযুক্ত শাস্তি দেন
- এবং তিনি ঈর্ষাপরায়ন।

ঈশ্বরের স্বভাব জানবার শিক্ষা আমাদের জীবনের অন্য সকল শিক্ষা থেকে বড় শিক্ষা। আমাদের বর্তমান জীবন এবং ভবিষ্যত জীবনের জন্য এটি অপরিহার্য।

চিন্তার উদ্দীপক

১. কিভাবে আমরা জানতে পারি যে ঈশ্বরের কোন স্বভাবগুলো আমদের অনুকরন করার জন্য এবং কোনগুলো আমরা কেবল তার ব্যবহারর জন্য?
২. ঈশ্বর কিভাবে ক্ষমা করেন এবং কিভাবে অপরাধীদের শাস্তি দেন তা বিবেচনা করে দেখুন। একজন পাপী ও একজন অপরাধীর মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? (যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬-৭ দেখুন।)
৩. প্রভুর প্রার্থনায় যীশু আমাদের আমাদের পিতা বলে সম্বোধন করতে বলেছেন। ঈশ্বর এবং একজন পার্থিব পিতার মধ্যে কি কি মিল (বা অমিল) আছে?

সহায়ক অনুসন্ধান

১. বাইবেল থেকে একজন সুপরিচিত ব্যাক্তিকে বেছে নিন (যেমন অব্রাহম, মোশি, দায়ূদ অথবা পৌল) এবং ঈশ্বর তাদের কাছে ব্যাক্তিগতভাবে নিজের যে বৈশিষ্ট বা স্বভাব দেখিয়েছেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।
২. ঈশ্বর আপনার জীবনেও কাজ করেছেন। তার কোন বৈশিষ্ট আপনি আপনার জীবনে দেখেছেন?
৩. ঈশ্বরের এমন তিনটি বৈশিষ্ট বা স্বভাব বেছে নিন যা আপনি আপনার নিজের জীবনে আরো বেশি দেখাতে চান। এই স্বভাব বা বৈশিষ্টগুলো আপনর জীবনে গড়ে তুলবার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন। (ইঙ্গিত: যেমন আপনার কিছু বন্ধুদের বেছে নিন যারা আপনার অগ্রগতিতে নজর দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে আপনার কেমন অগ্রগতি হচ্ছে।)

এবিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন

- *The mind of Jesus* by William Barclay, Chapter 11 (published by SCM Press Ltd., 1960). 22 pages. A very good summary of the character of God, particularly as that character is revealed by Jesus. Some of the other parts of the book are not so good.
- *Thine is the kingdom* Peter Southgate (published by the Dawn Book Supply, 2nd ed., 1997). Chapter 3 (16 pages) gives a clear description of God's character.
- *The God you're looking for* by Bill Hybels (published by Thomas Nelson Publishers, 1997). A very readable introduction to the character of God. As with most non-Christadelphian books, there are a few errors. In this case, they don't affect the main message of the book.

আরো দেখুন

১০. উপাসনা
১২. ঈশ্বর নিন্দা
১৩. মূর্তিপূজা
১৪. পবিতত্রতা এবং বাধ্যতা
৩২. যীশু: মনুষ্যপুত্র ও ঈশ্বরপুত্র
৪৪. বিচার